74

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 23 NOV 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা বিকেন্দ্রীকরণের দাবী

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ গত বৃহস্পতিবার সচেতন শিক্ষক ও অভিভাবক ফোরাম টিএসটিতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এস এসসি ও এইচ এসসি পরীক্ষা বিকেন্দ্রীকরণের দাবী জানাইয়াছে। এই লক্ষ্যে উন্নত দেশের মত স্কুল

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

এস এসসি ও এইচ এসসি

(৩য় পৃঃ পর)

সার্টিফিকেট স্কুলের হাতে এবং উচ্চমাধ্যমিক কলেজের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার সুপারিশ করা হইয়াছে, যাহাতে পাস-ফেলের ব্যবস্থা থাকিবে না এবং প্রথম হইতে বিশতম মেধাস্থান গণনারও প্রয়োজন থাকিবে না। 'গ্রেড' সিস্টেমে শিক্ষার্থীরা 'গ্রেড' পাইয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে বাহির হইবে। শিক্ষার্থীরা বুঝিবে উচ্চতর শিক্ষায় যাইতে চাহিলে তাহাকে সেভাবেই গড়িয়া উঠিতে হইবে। শিক্ষকও দায়িত্বশীল হইবেন। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়িয়া শোনান অধ্যাপিকা এ, এন, রাশেদা।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, বৃটিশ শাসন আমলে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল সময়ের দাবীকে উপেক্ষা করিয়া আমরা সেখান হইতে খুব বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হইতেছে না। দীর্ঘদিন ধরিয়া শিক্ষকতা পেশাকে অবমূল্যায়ন করার ফলে মেধাবীরা এই পেশায় কদাচিৎ আসিতেছেন।

চলতি বছর এইচ, এস-সিতে ফলাফলে অসামঞ্জস্যে কারণ হিসাবে শিক্ষকরা বলেন, শিক্ষাবোর্ড ৩ শত হইতে ৫ শত খাতা দেখার জন্য মাত্র ২৬ দিন সময় বাঁধিয়া দেয়। যাহা পর্যাপ্ত নয় এবং কম্পিউটারের ঝামেলা পূর্ণ শীট তৈরীর জন্যও যথেষ্ট সময় ছিল না। যেহেতু এবার পাসের হার অত্যন্ত কম এবং খাতার মূল্যায়ন যথার্থ হয় নাই। তাই এই বছরই আমেরিকা বা বৃটিশদের শিক্ষাব্যবস্থার ন্যায় অকৃতকার্য বিষয়েই পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া একটি মার্কস-এর সার্টিফিকেট দেওয়ার নিয়ম চালুর সুপারিশ করিতেছি। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন অভিভাবক ফোরামের পক্ষে অধ্যক্ষা সৈয়দা শামসেআরা হোসেন, অধ্যাপিকা মাহফুজা খানম, ডঃ এম, শাহাদত আলী, ডঃ বজলুল হক খন্দকার, অধ্যক্ষ আ,ফ,ম আজিজউল হক, অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, অধ্যাপক গোলাম মহিউদ্দিন, ডঃ সত্যব্রত রায়, শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী প্রমুখ।